আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর শাখার বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গা শহরের পান্না কমিউনিটি সেন্টারে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্চাসেবকলীগের আহবায়ক শরিফুল ইসলাম রিফাতের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বালাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক খায়রুল হাসান জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সায়েম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাকিল আহমেদ জুয়েল বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আসাদুল হক বিশ্বাস, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শিল্প ও বাণিজ্য উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডঃ আব্দুল মালেক, বাংলাদেশ কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডঃ শফিকুল ইসলাম শফি, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন-আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি।

অনুষ্ঠান শেষে নতুন এ কমিটির উপজেলা আওয়ামী সেচ্চাসেবকলীগের সভাপতি হিসাবে শরিফুল ইসলাম রিফাত, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম টুকুল নির্বাচিত হয়। এছাড়াও আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি মিলন হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন নির্বাচিত হয়।

মুজিবনগরে জমিজমা নিয়ে সংঘর্ষে দু’পক্ষের ৬ জন আহত, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষই পৃথক পৃথক ভাবে মুজিবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন এর ৬ নম্বর ওয়ার্ড রতনপুর গ্রামের খেলার মাঠের পাশে ডোবার মাঠ নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন রতনপুর গ্রামের রাখাল মণ্ডলের ছেলে স্বাধীন মন্ডল (৫১) ও শান্তি মন্ডল (৪৫),মৃত ভজন মণ্ডলের ছেলে পূণ্য মন্ডল (৬৫), সুশীল মণ্ডলের ছেলে সুজিত মন্ডল (৭০), কাটু মন্ডলের ছেলে কটা মন্ডল (৬০) ও দিপু মন্ডল (৭০) আহত হয়।

এক পক্ষ অমৃত অরবিন্দ মন্ডল এর ছেলে শান্তি মন্ডল তার অভিযোগে বলেছেন, রতনপুর মৌজার -১২০৮ দাগে, ৭১ শতক জমি আছে। এই জমি নিয়ে দীর্ঘ দিন আদালতে মামলা চলার পরে আনুমানিক ৪ বৎসর আগে জমি আমাদের পাওনা হলে মেহেরপুর জজ কোর্ট থেকে আমাদের আবাদী জমি ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাদের পাওনা করে দিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু উক্ত বিবাদী মিঃ পুন্য মন্ডল, মিঃ সুজিত, মিঃ কটা, মিঃ দিপু মন্ডল, মিঃ সুজন মন্ডল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে অবৈধ ভাবে কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন ধরনের লাঠিসোটা সহ দেশীয় অস্ত্র দা হাসুয়া নিয়ে আমাদের জমি জোর পূর্বক ভাবে দখল করতে যায়।

এ সময় আমারা উক্ত জমির পার্শ্বে আমাদের আবাদী জমিতে কাজ করছিলাম। আমার আবাদী জমি জোরপূর্বক ভাবে দখল করতে নিষেধ করতে গেলে আমাকে সহ আমার বড় ভাই মিঃ স্বাধীন মণ্ডলকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি ও গালাগালি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে তাদের কাছে থাকা লোহার রড সহ দেশীয় অস্ত্র দা হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দ্যেশে বিভন্ন স্থানে এলোপাতারি ভাবে কোপ ও ছেচা মার দিয়ে জখম করে। পরে আমি সহ আমার ভাই প্রাণ ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় কোন রকমে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে আসি।

পরে আমার পরিবারের লোকজন মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমাদের ভর্তি করায়। এখনও উক্ত বিবাদীরা আমাকে সহ আমার বড় ভাইকে মেরে ফেলে আমাদের লাশ গুম করে দিবে বলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি প্রদান করছে।

অপরপক্ষ সুজন মন্ডল তার অভিযোগে বলেছেন, বিবাদী শান্তি মন্ডল ও স্বাধীন মন্ডল আমার চাচা সম্পর্কের হয়। আমরা আমাদের আবাদী জমি আনুমানিক ৩২ বছর যাবৎ চাষাবাদ করে আসছি।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় আমার পিতা ও চাচারা আমাদের আবাদী জমিতে ধান লাগানোর উদ্দ্যেশে আমার চার চাচা জমি বন্টন করতে গেলে উক্ত বিবাদীরা আমাদের জমি আমাদের বন্টন করতে নিষেধ করে।

আমাকে সহ আমার পিতা ও চাচাদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি গালাগালি করতে থাকে। এসময় তাদের কাছে থাকা হাসুয়া দিয়ে আমার পিতা ও চাচাদের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতারি ভাবে কোপ মেরে জখম করে।

পরে আমি সহ আমাকে গ্রামের কিছু মানুষ খোজ পেয়ে আমার পিতা ও চাচাদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদি রাসেল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ঘটনাটি আমি শুনেছি। দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তদন্ত পূর্বক পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোমর বেঁধে ভোট যুদ্ধে মাঠে নেমেছেন শ্যামপুর ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী প্রার্থীরা

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের বিভিন্ন ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী প্রার্থীরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন ভোট যুদ্ধে।
ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে নারী প্রাথীরা তাদের কর্মী সমর্থকদের

সাথে নিয়ে ঘুরছেন নির্বাচনী এলাকায়।

সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে মোট ১২ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। এদের মধ্যে ১,২,৩ ওয়ার্ডে ৪ জন, ৪,৫,৬ ওয়ার্ডে ৩ জন, ও ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে ৫ জন প্রার্থীসহ ১২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

২ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য সোনিয়া আক্তার তালগাছ প্রতিকে লড়ছেন ভোট যুদ্ধে। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে জেতার জন্যই দাড়িয়েছি। এলাকার আমার অবস্থান খুব ভাল। যেখানেই যাচ্ছি ভোটাররা ভাল সাড়া দিচ্ছেন। এলাকার নারী ভোটারদের কল্যাণে কাজ করে তাদের মন জয় করবো আমি।

সোনিয়া খাতুন আরও বলেন এই প্রথম শ্যামপুর ইউনিয়নে নির্বাচন হবে। এখানে ভোটারদের একটা প্রত্যাশাও আছে জনপ্রতিনিধির কাছে। আমি নির্বাচিত হলে জনগণের সেই প্রত্যাশা পুরুণ করবো। তিনি বলেন, সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের দারে দারে ভোট প্রার্থনায় ঘুরছি। তার সাথে কর্মী হিসেবে রয়েছেন বসন্তপুর গ্রামের নারী ভোটার রাহাতন নেছা, জহুরা খাতুন, চম্পা খাতুন ও তাসলিমা খাতুন। তারা বলেছেন, আমরা আমাদের পছন্দের প্রার্থীকে জেতাতে তার সাথেই ভোট করে বেড়াচ্ছি।

১ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থী আসমা খাতুন এবার বক মার্কা প্রতিকে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। তিনি জানান, দিন রাত পরিশ্রম করছি। মানুষের দোয়ারে দোয়ারে ভোট চাচ্ছি। আমার অবস্থান ভাল। এলাকার নারী পুরুষ সবাই আমাকে আশ্বস্ত করেছেন ভোট দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ও বয়স্কা, বিধবা নারীদের ভাতা পেতে সহযোগীতা ছাড়াও তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।

একই ওয়ার্ডের রুপালী খাতুন ভোট যুদ্ধে নেমেছেন তালগাছ প্রতিক নিয়ে। তিনি জানালেন, এলাকার মানুষের কাছে আমি জনপ্রিয়। আমাকে এলাকার মানুষই দাড় করিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হলে তাদের পাশে থেকে কাজ করবো।

৩ নং ওয়ার্ডের নারী সদস্য প্রার্থী আরিফা খাতুন (মাইক প্রতিক) ও মাজেদা খাতুন (জিরাফ প্রতিকে) ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। তারা দুজনেই বলেছেন, এবারের ভোট একটি মাইল ফলক হিসেবে থাকবে আমাদের ইউনিয়নে। কারণ, শ্যামপুর নবগঠিত একটি ইউনিয়ন।মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে

কৌতুহল রয়েছে। তারা যোগ্য দেখেই ভোট দেবেন। আমরা নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো। বিশেষ করে নারীদের পাশে থেকে তাদের সেবা করবো।

মেহেরপুরে পরিবেশক সমিতির আলোচনা সভা

মেহেরপুর পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হওয়ায় জেলা পরিবেশক সমিতির করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকার মিলনায়তনে এ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির সভাপতি মোঃ হাসেম আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পরিবেশক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নৌকা প্রার্থী মোঃ মাহাফুজুর রহমান রিটন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ গোলাম রসুল।
পরিবেশক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মোঃ শোমেল রানার সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, আলোয়া স্টোরের স্বত্বাধিকারী আলী হোসেন, মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির উপদেষ্টা আকবর বিশ্বাস, মোঃ মোস্তফা, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ হোসেন রানা,সাদরুল নাহিদ, মোঃ মানিক প্রমুখ। এছাড়াও এ সময় মেহেরপুর জেলা পরিবেশক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিতি ছিল।

গাংনীতে জমি দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৬ জন

আহত

স্ত্রীর নামে জমি দেওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন মারাত্বক আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন,সাবেক মেম্বর রবিউল ইসলামের ছেলে রকিবুল ইসলাম (৩২), ইউনুছ আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৪৫), সিরাজুল ইসলামের ছেল মিরাজুল ইসলাম (৩৫)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, আবুল কাশেম (৫৮), তার ছেলে সেলিম রেজা(৩৫) ও শাকিল হোসেন (২২)।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার ধর্মচাকি গ্রামের ধর্মচাকি পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে রকিবুল ইসলাম, আব্দুস সালাম ও মিরাজুল ইসলামের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক। বাকি তিন জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সাবেক মেম্বর রবিউল ইসলাম জানান, আমার জামায় আবুল হাসেম অসুস্থ হওয়ায় তার নামের ৬১ শতক জমি স্ত্রী আল্লাদি খাতুনের নামে গত ৩০ মে রেজিষ্ট্রি করে দেই। তার তিনটা মেয়ে আছে। জমি রেজিষ্ট্রি করে দেওয়ার জন্য আমার জামায় আবুল হাসেমের বড় ভাই আবুল কাশেম ও তার দুই ছেলে সেলিম রেজা ও শাকিল হোসেন আমার মেয়েকে মারার জন্য যায়। পরে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে আমার ছেলে ও ভাইকে ধারাল অস্ত্র ও রড দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এদিকে আবুল কাশেম অভিযোগ করেন, আমার ভাই আবুল হাশেম অসুস্থ। তার স্থলে অন্যজন এসে তার স্ত্রীর নামে দলিল জাল করে রেজিষ্ট্রি কনে নেন।

আমরা বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে গেলে দেশিয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর হামলা কনে। আমাদের তিন জন মারাত্বক আহত হন। এঘটনায় উভয়পক্ষই মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে আনজিরা খাতুন (৬০) নামের এক বিধবা নারীকে মারধর করেছে প্রতিবেশী রইছদ্দিন।

আহত আনজিরা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একই সময়ে এ উপজেলার সীমান্তবর্তী সহড়াতলা গ্রামে সুজন আলীর স্ত্রী মুক্তা খাতুনকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মারামারির খবর পেয়ে পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। এঘটনায় মামলা দিলে উভয়পক্ষের মামলা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন সংক্রান্ত যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

মুজিব শতবর্ষে সহ কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, মুজিবনগর উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন সংক্রান্ত যৌথসভায় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান রবি, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম সহ উপজেলার ইউনিয়নের নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ।

যৌথসভায় যেসব পরিবার গৃহহীন ও ভূমিহীন তাদেরকে সঠিকভাবে বাছাই

পূর্বক এবং ভূমি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মুজিবনগরে আরডি প্রদর্শনী মৎস্য চাষীদের মাঝে মৎস্যজাত উপকরণ বিতরণ

“নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ “মুজিব বর্ষে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) এর আওতায় ২০১১-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত আরডি প্রদর্শনী মৎস্য চাষীদের মাঝে মৎস্যজাত উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরের বাস্তবায়নে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার উপস্থিত থেকে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মুজিবনগর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম উপজেলা শিক্ষা অফিসার মামুনুর রশিদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা আহসান হাবীব।

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) এর আরডি প্রদর্শনীর আওতায় উপজেলার ৩ জন মৎস্য চাষীককে ১০ বস্তা করে মৎস ফিড বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে ফকর উদ্দিন
(৬০) নামে এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ফকর উদ্দিন মন্ডল সলেমানপুর দিয়ারীপাড়ার মৃত মহর আলী মন্ডলের ছেলে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে শহরের সলেমানপুর ময়নাগাড়ি মাঠে এদূর্ঘটনা ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে দিন মজুর ফকর উদ্দিন সলেমানপুর গ্রামের ইন্তাদুল সরদারের আম বাগানে আম পাড়তে যায়। এসময় গাছের ডাল ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। এতে সে গুরতর আঘাত পায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

মেহেরপুরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেবে ৬১১৪ জন পরীক্ষার্থী

আগামীকাল শুক্রবার মেহেরপুরে জেলাতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২০ অনুষ্ঠিত হবে।

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জেলার ৬ হাজার ১১৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবন। জেলা সদরের ১০ টি পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০২০ অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ১৫০৮ জন, সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ৬৮২ জন, সরকারী বালক উচ্ছ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৮০০ জন, সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫৫০ জন, সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪৮০ জন, সিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে ৬৭২ জন, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এন্ড বিএম কলেজ কেন্দ্রে ৩০০ জন, মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৪৫০ জন, কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল কেন্দ্রে ২৫০ জন ও জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪২২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেন রঞ্জন রায় বলেছেন, পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো ঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে ওই সময় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সকাল সাড়ে ১০ টার পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা।

এছাড়া পরীক্ষা চলাকালিন সময়ে জেলা শহরের সবগুলো ফটোকপিয়ারের দোকান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো পরীক্ষার্থী বই, খাতা, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, উত্তরপত্র, নোট বা কোনো কাগজ, ভ্যানেটি ব্যাগ, পার্স, মোবাইল ফোন বা কোনো ধরণের বস্তু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেনা।

এসব নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করলে তাকে বাহি:স্কার বা তাৎক্ষনিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস প্রচার পত্র বিলি করছেন।

দর্শনা টু মুজিবনগর সড়কে

কালভার্ট নির্মানে নেই কোন সতর্ক চিহ্ন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা-টু মুজিবনগর সড়কের উন্নয়ন কাজ ইতিমধ্যই চলছে। রাস্তাটির প্রশস্থ ও সংস্কারের আগে বেশ কয়েক জায়গায় কালভার্ট নির্মানের কাজ চলছে।

রাস্তাটির কালভার্ট নির্মানে সড়কের উপর আগে থেকেই কোন সতর্ক চিহ্ন না থাকায় পথচারীরা হঠাৎ করে নির্মানাধীন কালভার্টের কাছে পৌঁছে সড়ক দূর্ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে।

বিশেষ করে অন্য জেলা থেকে আসা মটরসাইকেল আরোহী সহ ট্রাক, মিনিট্রাকসহ এগুলো পড়ছে চরম ভোগান্তিতে।

বড় ধরনের সড়ক দূর্ঘটনা এড়াতে প্রতিটি কালভার্ট নির্মানের স্থানে সতর্কতা চিহ্ন বা সতকর্তা মূলক লেখা দিয়ে দূঘটনা থেকে সাধারন মানুষকে বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।